২০১৫

বাংলাদেশের ১০ জেলায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত গবেষণা

মোঃ বজলুর রহমান
ফারহানা জামান লিজা
মোঃ মহিউদ্দিন

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাষ্ট

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির একটি গবেষনা কেন্দ্র

বাংলাদেশের ১০ জেলায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত গবেষণা

গবেষণা

মোঃ বজলুর রহমান

ফারহানা জামান লিজা

মোঃ মহিউদ্দিন

তথ্য বিশ্লেষক

মোঃ ফরহাদ হোসেন

গবেষণা পরামর্শক

ডেবরা ইফরমসন

ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী

সম্পাদনা

আমিনুল ইসলাম সুজন

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাষ্ট

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি)

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির একটি গবেষনা কেন্দ্র

প্রারম্ভিক

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সালে পাস এবং বিধিমালা ২০০৬ সালে প্রণীত হয়। ঠিক পরের বছর, ২০০৭ সালে আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকার জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক সভাপতি ও সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সরকারের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট-এর স্থানীয় সংগঠনসহ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত তামাক বিরোধী সংগঠন, পেশাজীবীদের সংগঠনকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রথম সংশোধনী পাস এবং ২০১৫ সালে সংশোধিত আইনের আলোকে বিধিমালা পাস হয়। স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও টাস্কফোর্স সদস্যদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ফলাফল ও আলোচনা

গবেষণা কার্যক্রমটি দু' টি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগে নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলার টাস্কফোর্স সদস্য ও আরেকটি ভাগে টাস্কফোর্স সদস্য নয় এমন সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীরা ছিলেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও সাধারণ জনগণের মধ্যে জরিপ ও একান্ত সাক্ষাতকার পরিচালনা করা হয়। এছাড়া পরিদর্শিত অফিস সমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মূল্যায়নে পাবলিক প্লেস পরিদর্শনের চেকলিষ্ট পূরণ করা হয়।

- মোট পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৪.৫% সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৫.৫% বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে ৮৫.৫% প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আইনটি সম্পর্কে জানেন এবং
- ৭৫% প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ধূমপান হয় না তবে ২৫% প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এখনও ধূমপান করা হয়, যদিও ধূমপায়ীর সংখ্যা নগন্য বলে তারা জানান।
- ৮২.৯% প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান করা আছে।

টাস্কফোর্স কমিটি সদস্যদের অভিমত বিশ্লেষণ

এতে দেখা যায়, ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন-এর যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন হয়ে, তা সম্পর্কে টাস্কফোর্স সদস্যদের মধ্যে জানার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আইনের বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন সম্পর্কে টাস্কফোর্স সদস্যদের মধ্যে জানার পরিধির তারতম্য রয়েছে; তার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো:

- ৯৫% সদস্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের দায়ে জরিমানা বৃদ্ধি সম্পর্কে জানেন।
- ৫৬.৪% সদস্য জনসমাগমস্থল (পাবলিক প্লেস) এর পরিবর্ধন সম্পর্কে জানেন।
- ২৩% সদস্য ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে সিগারেট বিক্রির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানেন।

- ২২.৫% সদস্য তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে জানেন।
- ১৫.৪% সদস্য ধূমপানমুক্ত স্থানে 'ধূমপানমুক্ত স্থান' লেখা ও সিম্বলসম্বলিত বোর্ড লাগানোর বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জানেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কোন ধারাকে টাস্কফোর্স সদস্যরা কিভাবে দেখছেন, কোন ধারাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেনÑ এই গবেষণা থেকে সে সম্পর্কেও জানা যায়। যেমন:

- ৮৭.২% সদস্যের সহকর্মী বা অধীনস্ত সহকর্মী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন সম্পর্কে জানেন।
- ৭৭% সদস্য বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।
- ৬৯.২% সদস্য ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।
- ৫৯% সদস্য ধূমপানমুক্ত এলাকাকে গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে মনে করেন।

টাস্কফোর্স কমিটিসমূহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। যেমন: ৬৬.৭% টাস্কফোর্স সদস্য মনে করেন, তাদের কর্মস্থলে সভাসহ টাস্কফোর্সএর কার্যক্রম নিয়মিত। অন্যদিকে ৩৩.৩% টাস্কফোর্স সদস্য মনে করেন, আইন বাস্তবায়নে সভাসহ টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম আরও বেশি নিয়মিত করার সুযোগ রয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র এতে পাওয়া যায়। তা হলো,
৪১% সদস্য জানান, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং ৩৩% সদস্য জানান, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি টাস্কফোর্স সভার নির্ধারিত আলোচ্যসূচি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত থাকেÑযা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সদিচ্ছা প্রকাশ করে। পাশাপাশি ২৫% টাস্কফোর্স সদস্য জানান, ভ্রাম্যমান আদালত ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির বাইরেও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় টাস্কফোর্স সভার আলোচ্যসূচির বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত থাকে। যদিও এই হার আরও বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে, তবু এটি ইতিবাচক অগ্রগতি বলে ধরে নেয়া যায়।

- ৫৯% টাস্কফোর্স সদস্য মনে করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৫.৬% মনে করেন, বহুমুখী কর্মসূচি একসঙ্গে গ্রহণ করলে তামাক নিয়ন্ত্রণে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।
- ৮৪.৬% উত্তরদাতা মনে করেন, ভ্রাম্যমান আদালত ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তবে ১৫.৫% মনে করেন, ভ্রাম্যমান আদালত অনিয়মিত।
- ৫১.৩% মানুষ করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মোটামুটিভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ২৮.২% মনে করেন, আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং ২১% মনে করেন, আইন দুর্বলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ৪৩.৬% টাস্কফোর্স সদস্য মনে করেন, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় নানাবিধ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। অন্যদিকে ৫৬.৪% মনে করেন, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা দরকার।

পাশাপাশি, কোন ধরনের সহযোগিতা পেলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে, উন্মুক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে সে সম্পর্কেও মতামত পাওয়া যায়। যেমন:

- ৮৪.৬% সদস্য মনে করেন, লজিস্টিক সহযোগিতা (গাড়ি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ লোকবল) এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।
- ৫৬.৪% সদস্য মনে করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাকের ক্ষতি সম্বলিত প্রকাশনা ও প্রচারণা সামগ্রী (লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার ইত্যাদি) জরুরি।
- ২৫.৬% সদস্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সহযোগিতা জরুরি বলে মনে করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে তামাক কোম্পানিগুলো বাধা প্রদান করে থাকে। আইন লঙ্ঘণে ছোটো ছোটো দোকানিদের ভুল তথ্য দিয়ে উৎসাহিত করে। ৩৩.৩% তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণে তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ অপতৎপরতা কথা উল্লেখ করেন। তবে উল্লেখ করা দরকার, এখানে তামাকের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে (পয়েন্ট অব সেল) আইন লঙ্ঘণ করে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয়। নইলে আইন লঙ্ঘণে তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা চিত্র অনেক বৃদ্ধি পেত। তবু এ তথ্যের মাধ্যমে আমরা যে বার্তা পাই, সেটা ভয়াবহ। তার মানে শুধু জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন, তামাকজাত দ্রব্যে মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, কর বৃদ্ধি ও মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো সক্রিয় নয়, স্থানীয় পর্যায়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নেও নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ধূর্ত তামাক কোম্পানি ও তাদের প্রতিনধিরা।

উল্লেখিত নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্তে৷ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগুচ্ছে। যেমন:

- ৪৮.৭% সদস্য মনে করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। ৪১% সদস্য মনে করেন, অগ্রগতি মোটামুটি এবং ১০.৩% সদস্য মনে করেন, কোন অগ্রগতি হয়নি।
- ১০০% টাস্কফোর্স সদস্যই মনে করেন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হলে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ৪১% সদস্য মনে করেন, সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে বেগবান করবে। ৩০.৮% সদস্য মনে করেন, এতে ধূমপানসহ তামাক সেবনের হার কমবে। ২৮.২% মনে করেন, তামাকের মৃত্যুঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

মৃত্যুর ফেরিওয়ালা তামাক কোম্পানিগুলোর অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসহ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সব ধরণের কার্যক্রমকে সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

৫৯% সদস্য এফসিটিসি আর্টিকেল সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৩০.৭% সদস্যের আংশিক বা সামান্য ধারণা রয়েছে। মাত্র ১০.৩% সদস্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে এ তথ্য নেতিবাচক মনে হতে পারে। কিন্তু এ

চিত্র বাস্তব অবস্থা যথার্থভাবে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা, সরকারি নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা এতে প্রকাশ পেয়েছে।

সাধারণ মানুষদের অভিমত বিশ্লেষণ

টাস্কফোর্স এর সদস্য নয়, এমন সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় পর্যায়ের পেশাজীবীদের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে জানার বিষয়ে জরিপ পরিচালিত হয়। এতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অভিমত প্রতিফলিত হয়। যেমন:

৫০.৬% মনে করেন, তার এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ধারাবাহিক।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ৪৭% মনে করে, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮% মনে করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৪.৬% মনে করেন, স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের মানুষের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে চিত্র উঠে আসে, তাতে দেখা যায় তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। বিশেষ করে, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমেও তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করার পরও প্রতারক তামাক কোম্পানিগুলো পুনরায় সেখানে তামাকের বিক্রয়স্থলে বিজ্ঞাপন প্রদান করে। পাশাপাশি ইতোপূর্বে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা গেছে, তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে ছোট ছোট দোকানিদের যে অর্থ জরিমানা করা হয় সে অর্থ তামাক কোম্পানিগুলো দোকানিদের প্রদান করে পুনরায় আইন লঙ্ঘণ করে বিজ্ঞাপন প্রদানে ধাবিত করে। এতে দেখা যায়:

- ৭১.৩% মানুষ লক্ষ্য করেছে, আইন বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পরও তামাক কোম্পানি প্রদত্ত পয়েন্ট অব সেল বিজ্ঞাপন দৃশ্যমান।
- ৪৮.৩% সাধারণ মানুষ মনে করে, আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- ৫১.৭% মানুষ করেন, আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা দরকার।